দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... কলাম ...

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

৬ দফা দাবিতে ৬ ঘণ্টা অবরুদ্ধ উপাচার্য

■ রংপুর প্রতিনিধি

জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ, জামায়াত-শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের প্রশাসনিক পদ থেকে অব্যাহতিসহ ৬ দফা দাবিতে গতকাল শনিবার ৬ ঘণ্টা রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ সিন্ডিকেট সদস্যদের অবরুদ্ধ করে রেখেছিল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। সন্ধ্যা ৬টায় দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে অবরোধ মুক্ত হন তারা। এদিকে উপাচার্য অবরুদ্ধ হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১তম সিন্ডিকেট সভা দুপুর ২টার বদলে সন্ধ্যা ৭টায় অনুষ্ঠিত হয়।

জানা যায়, রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ, বাংলা বিভাগের শিক্ষক ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রাধ্যক্ষ ড. তুহিন ওয়াদুদ, প্রক্টর শাহিনুর রহমান, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন তাজুল ইসলাম, কলা অনুষদের সাবেক ডিন ড. নাজমুল ইসলাম, বিজনেস স্ট্যাডিজ অনুষদের সাবেক ডিন মতিউর রহমান, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ ও ইলিয়াস প্রামাণিককে জামায়াত-শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ও পৃষ্ঠপোষক দাবি করে তাদের প্রশাসনিক পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান, হলে ভর্তুকি, বর্ধিত ফি প্রত্যাহার, ক্যাফেটেরিয়া চালু, শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষার্থীদের প্রাধান্য দেওয়ার দাবিতে ছাত্রলীগ গতকাল দুপুর একটা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. একেএম নূর-উন-নবীসহ সিন্ডিকেট সদস্যদের অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। এর ফলে পণ্ড হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১তম সিন্ডিকেট সভা। বিকাল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি ও সিন্ডিকেট সদস্য ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, ইউজিসি সদস্য ড. শাহ নেওয়াজ, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের আহাম্মদ খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জসিম উদ্দিন হলের প্রভোস্ট ও সিন্ডিকেট সদস্য ড. রহমত আলী। বৈঠক শেষে আন্দোলনকারীদের দাবি-দাওয়া পূরণের আশ্বাস দেওয়া হলে সন্ধ্যা ৬টায় মুক্ত হন উপাচার্য অধ্যাপক ড. একেএম নূর-উন-নবীসহ সিন্ডিকেট সদস্যরা।

এ ব্যাপারে গতকাল রাতে যোগাযোগ করা হলে উপাচার্য একেএম নূর-উন-নবী বলেন, 'আমাদেরকে কেউ অবরুদ্ধ করেনি। ছাত্রলীগের যারা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তারা আমার কক্ষের অনেক দূরের কলাপসিবল গেটে তালা থাকায় ভিতরে আসতে পারেনি।'